যুগান্তর

তারিখ ২৯ OCT 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৪

সাতক্ষীরায় জুয়া সার্কাসে শিক্ষার্থীদের সর্বনাশ

নেসারুল হক খোকন ও সুভাষ চৌধুরী

- ডিসি বললেন— হস্তশিল্প মেলার অনুমতি দিয়েছি, এসব তো চলার কথা নয়
- ভারপ্রাপ্ত এসপির সাফ জবাব— পুলিশ শুধু আইনশৃংখলা দেখছে

অনুমতি নেয়া হয়েছে হস্তশিল্প মেলার, চলছে জুয়ার আসর। শুধু জুয়া নয় সঙ্গে আছে সার্কাসের নামে খোলামেলা অশ্লীল নাচ-গানের আসর। এভাবে নেশার মতো উন্মাদনা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে গোটা এলাকায়। হুমড়ি খেয়ে পড়ছে যুবসমাজের বড় একটি অংশ। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়— স্কুলগামী শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা ফেলে রাত পার করছে মেলায়। অবিশ্বাস্য হলেও মাসব্যাপী এ রকম মেলার আয়োজন করা হয়েছে সাতক্ষীরা সদরে। এ নিয়ে এলাকার সচেতন মহলে ক্ষোভ-অসন্তোষের শেষ নেই। কিন্তু প্রতিকার করারও যেন কেউ নেই। কারণ সবই চলছে প্রশাসনের জ্ঞাতসারে। এসব নগ্ননৃত্য ও জুয়ার আসর থেকে প্রতিদিন বখরা উঠছে লাখ লাখ টাকা। যার ভাগ চলে যাচ্ছে হর্তাকর্তাদের পকেটে। এতেই তারা চুপ। আর রহস্যজনক কারণে গণমাধ্যমেও এ নিয়ে খবর প্রকাশ না হওয়ায় মেলা আয়োজকরা বেশ খোশ মেজাজে আছেন। তাই ১৭ দিন পার হওয়া মেলাকে তারা এবার দু'মাসে নিয়ে ঠেকাতে চান।

জানা গেছে, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে কল্যাণ করার এজেন্ডা নিয়ে ১৩ অক্টোবর থেকে এক মাসের জন্য হস্তশিল্প মেলার অনুমতি নেয়া হয়। নিয়মানুযায়ী অনুমতি দেয় জেলা প্রশাসন তথা ডিসি। কিন্তু বাস্তবতা ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

সাতক্ষীরায় জুয়া সার্কাসে শিক্ষার্থীদের সর্বনাশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত এ মেলায় হস্তশিল্পের কোনো অস্তিত্বই নেই। এমনকি সরেজমিন গিয়ে এ ধরনের কোনো পণ্যসামগ্রীর সন্ধান মেলেনি। বরং হাউজি খেলার নামে বড় পরিসরে সাজানো হয়েছে প্রকাশ্যে জুয়ার আসর। আছে ছোটখাটো বেশ কয়েকটি জুয়ার কোর্ট। ওদিকে এলাকাবাসীকে সার্কাস দেখানোর নামে রীতিমতো অশ্লীল নাচের আসর বসানো হয়েছে। প্রথমদিকে এলাকার কিছু মুরব্বি সার্কাস দেখার জন্য সেখানে পরিবার নিয়ে গেলে তারা সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি। ক্ষোভ-অসন্তোষ প্রকাশ করে চলে আসতে বাধ্য হন। তাই ২-৩ দিন পর সার্কাসটি এখন এলাকার যুবসমাজের অশ্লীল বিনোদন ভোগের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। কয়েকজন দর্শনার্থী যুগান্তরকে বলেন, চোখে না দেখলে বোঝানো যাবে না, এটা কতটা অশ্লীল। তারা বলেন, সার্কাসের তেমন কোনো বালাই নেই। মাঝে মধ্যে কিছু ম্যাজিক দেখানো হয়। কিন্তু ২ ঘণ্টা সময়ের বেশিরভাগ সময় থাকে গানবাজনার তালেতালে কিছু মেয়ের একরকম বস্ত্রহীন নাচ। এসব দেখে এলাকার যুবসমাজ একরকম নেশার মতো আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। মেলা দেখার নামে প্রতিদিন তারা সার্কাসেই বেশি সময় পার করছে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্কুল ও কলেজগামী ছেলেরা।

ওদিকে মেলায় জুয়ার আসরও এখন জমজমাট। প্রতি রাতে লাখ লাখ টাকা জুয়া খেলা চলছে প্রকাশ্যে ও নির্বিঘ্নে। ফুর্তি করার নামে অসংখ্য মানুষ পকেট খালি করে বাড়ি ফিরছেন। এভাবে রাতভর মাতামাতি চলে সার্কাস ও জুয়ার আসরে।

ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর অনেকে জানিয়েছেন, এই মেলা নিয়ে যেভাবে মাইকিং করা হয় তাতে তারা খুবই উদ্বিগ্ন। শত চেষ্টা করেও তাদের সন্তানদের ধরে রাখতে পারছেন না। এর ফলে স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া লাটে ওঠার উপক্রম হয়েছে। এ ছাড়া কলেজের বিভিন্ন পরীক্ষা তো আছেই। ১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দেশজুড়ে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা। স্কুলগুলোতেও চলছে এসএসসি নির্বাচনী পরীক্ষা। আর সাতক্ষীরার শিক্ষাপাড়া নামে খ্যাত সরকারি কলেজের চারদিকেই রয়েছে শতাধিক ছাত্রছাত্রী হোস্টেল ও মেস। এখানে অবস্থানরত শত শত শিক্ষার্থীর লেখাপড়া নিয়ে অভিভাবকরা বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। তারা বলেন, মেলাস্থলের পাশেই রয়েছে মসজিদ। অদূরে আছে মন্দির। যে কারণে ধর্মপ্রাণ মানুষও চরমভাবে ক্ষুব্ধ।

জানতে চাইলে সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক আবুল কাসেম মো. মহিউদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, 'আমি মেলার অনুমতি দিয়েছি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের উন্নয়নকল্পে রুচিশীল বিনোদনের জন্য। অর্থাৎ হস্তশিল্প মেলার। কিন্তু মেলার নামে লটারি, হাউজি, পুতুল নাচ কিংবা অপসংস্কৃতি চর্চার অনুমতি দেয়া হয়নি।' তবে তিনি নিজেও এ নিয়ে চাপের মধ্যে রয়েছেন দাবি করে বলেন, 'লটারি ও হাউজি বলয়ের মধ্য থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছি। আপনারা সহায়তা করুন।'

হাউজি, লটারি ও নগ্ননৃত্য সম্পর্কে জানতে চাইলে সাতক্ষীরার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার একেএম আরিফুল হক বলেন, 'ওসব বিষয়ে অনুমতি দেয়া না-দেয়া জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব। পুলিশ শুধু আইনশৃংখলা দেখছে।'

জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোশারফ হোসেন মন্ত যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা চেয়েছিলাম পারমিশন। জেলা প্রশাসক পারমিশন দিয়েছেন। সেখানে অবশ্য লিখে দিয়েছেন লটারি, হাউজি চলবে না। তবে পরে তার কাছ থেকে এসব বিষয়ে মোটামুটি একটি পারমিশন নেয়া হয়েছে।' এরপর তিনি বলেন, 'ভাই এটা নিয়ে পত্রিকায় নিউজ হবে নাকি? কিন্তু নিউজ তো হওয়ার কথা না। আমি প্রেস ক্লাবে কথাবার্তা বলে রেখেছি।'

গ্রামীণ হস্তশিল্প ও ঈদ আনন্দের নামের এ মেলা মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের উদ্বোধন করার কথা ছিল। একজন জনপ্রতিনিধির চাপের মুখে তিনি শেষ পর্যন্ত কর্মসূচি বাতিল করেন। পরে ওই জনপ্রতিনিধির পক্ষে প্রথমে দুই লাখ ও পরে আরও পাঁচ লাখ টাকা আগাম চাঁদা আদায় করা হয়। এরপর সাতক্ষীরা সদর আসনের সংসদ সদস্য মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। মেলা নিয়ে মতবিরোধ গোড়া থেকেই ছিল। এ জন্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদ প্রশাসক মুনসুর আহমেদ থাকেননি। দলের শীর্ষ নেতারাও কেউ ছিলেন না। এখন তারাও মেলা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না।

গত বছরও সাতক্ষীরা সরকারি স্কুল মাঠে এভাবে একটি মেলার আয়োজন করা হয়। ওই মেলাতেও জুয়া আর অশ্লীল নৃত্য ছড়িয়ে দিয়ে এলাকার মানুষের ঘুম হারাম করে দেয়া হয়েছিল। মানুষকে সর্বস্বান্ত করেছিল 'উল্লাস' নামের একটি লটারি। যার আয়োজক ছিলেন স্থানীয় প্রভাবশালী সৈকত হাসান। অবশ্য পরে তিনি বিক্ষুব্ধ মানুষের হাতে নাজেহাল হয়ে মেলা ছাড়তে বাধ্য হন। কিন্তু এবার তিনি নেপথ্যে থেকে এ মেলা আয়োজনের অন্যতম ক্রীড়নক হিসেবে ভূমিকা রাখছেন। তবে গত বছরের মেলার কিছু দুঃসহ স্মৃতি আজও মানুষকে তাড়া করে ফেরে। কেননা, মেলার জুয়ার আসর অনেক নিম্নবিত্ত মানুষকে পথের ফকির বানিয়ে দেয়। একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম ভ্যানগাড়ি বিক্রি করে হাউজি খেলার শিট ও লটারির টিকিট কেনেন জনৈক ভ্যানচালক। কিন্তু সর্বস্ব খুইয়ে তিনি ভোররাতে বাড়ি ফিরে আসেন। এ খবর জানার পর তার স্ত্রী রাগে-ক্ষোভে তাকে ফেলে চলে যান।

গেলবার এ রকম দুঃখজনক অনেক ঘটনার পরও এবার আবার সেই মেলা জেঁকে বসেছে। বরং গতবারের চেয়ে মেলার হাঁকডাক আরও বেশি। দিনভর চলছে চটকদার প্রচারণা। মাইকের বিরক্তিকর কানফাটা বিকট শব্দ। 'মাত্র ২০ টাকার টিকিট। ২০ টাকার বিনিময়ে পাবেন দুই লাখ দশ হাজার টাকার পালসার মোটরসাইকেল। আছে আরও মূল্যবান সামগ্রী।' ভ্যানযোগে প্রতিদিন ১৩৫টি মাইকে প্রচারণা চালানোসহ টিকিট বিক্রি করা হয়।

সূত্র বলছে, প্রতিদিন রাত ১১টায় সব বাক্স থেকে বের করা হচ্ছে বিক্রীত টিকিটের একাংশ। এতে লেখা থাকছে ক্রেতার নামসহ মোবাইল নম্বর। রাত ১২টায় টিকিটগুলো এক জায়গায় করা হয়। এরপর চোখ বাঁধা এক কিশোর একটি একটি করে টিকিট তুলে দিচ্ছে। কোনো কোনো দিন শিশুকেও ব্যবহার করা হয় এই টিকিট তোলার জন্য। স্থানীয় স্যাটেলাইট ক্যাবল ব্যবসায়ীরা সরাসরি এ লটারি সম্প্রচার করছে। রাত ১২টায় সঞ্চালক শিশু বা কিশোরকে উদ্দেশ করে বলতে থাকেন 'ওঠাও বাচ্চা, ওঠাও।' চোখ বাঁধা শিশু ফের একটি করে টিকিট তুলবে। এভাবে রাত জেগে কেউ মোটরসাইকেল, মোবাইল কিংবা ফ্রিজ অথবা অন্যকিছু নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। সব মিলিয়ে তিন থেকে চার লাখ টাকার পুরস্কার দেয়া হয়। অথচ টিকিট বিক্রির নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তুলে নেয়া হয় প্রায় ৫০ লাখ টাকা।

একদিকে লটারি অন্যদিকে প্রতিদিন হাউজিতে অংশ নিচ্ছেন তিন হাজারেরও বেশি মানুষ। এর মধ্যে স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্র ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষই বেশি। চটকদার প্রচারণায় দিনের আয়ের টাকা ঢেলে দিয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরছেন তারা। আর ধনাঢ্য ও প্রভাবশালীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ সারা রাত বসে হাউজির চাল দিচ্ছেন। কেউ জিতছেন, কেউ হারছেন। আর জুয়া পরিচালকরা প্রতিদিন ঘরে তুলছেন কয়েক লাখ টাকা। হাউজিতে নারীরাও অংশ নিচ্ছেন। হাউজির প্রতিটি শিটের দাম ৫০ টাকা। কোনো কোনো সময় তা বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকায়। আবার দেড়শ' টাকাও নেয়া হয়। শুক্রবার প্রতি শিট ২০০ টাকা বিক্রি করা হয়।

এ ছাড়া মেলার অভ্যন্তরে আছে মাদকেরও ছড়াছড়ি, যা প্রকাশ্যে বিক্রি হতে দেখা যায়। পুলিশও আছে। কিন্তু এসব বিষয়ে কথা বলা তাদের মানা। তারা শুধু শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন এএসআই যুগান্তরের কাছে এমন মন্তব্য করেন।